প্রশ্ন- ২৯ ঃ ১৩/০৩/৯৪ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর একটি মন্তব্য ছাপা হয়েছে এভাবে *"পবিত্র শবে-বরাত*

www.sunnibarta.com

মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা। শবে-বরাতের কোন গুরুত্ব নেই। শরিয়তে শবে বরাতের কোন জায়গা নেই" (দৈনিক সংবাদ ১৩/০৩/৯৪ ইং) –দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও খতীব ওবাইদুল হকের উক্ত মন্তব্যগুলো বিজ্ঞাপন আকারে ছাপিয়ে ২০০৩ সালের শবে বরাত উপলক্ষে মসজিদে মসজিদে বিতরন করা হয়েছে। একই বিজ্ঞাপনে সউদী আরবের সরকারী মুফতী আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায-এর উক্তিও ছাপা হয়েছে। সে বলেছে- "বর্তমানে প্রচলিত বিদআত সমূহের মধ্যে একটি বিদআত হচ্ছে শবে-বরাত পালন করা এবং এদিনে সিয়ামরত থাকা (সুত্র ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৩১ বর্ষ ৩০ তম সংখ্যা)। তাদের কথার কোন ভিত্তি আছে কি না?

ফতোয়া ঃ না, তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। আপনারা নিজেরাই তো দেখতে পাচ্ছেন- তাদের কথায় কোন হাদীস বা কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। যদি থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতো। সারা পৃথিবীময় শবে-বরাত পালন করা হচ্ছে। এতেই প্রমানিত হয় যে, নিশ্চয়ই শবে-বরাত পালনের মজবুত ভিত্তি রয়েছে। ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফের হাদীস সুন্নী বার্তার ৫২ নং বুলেটীনে উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র শবে বরাত পালন সম্পর্কে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করছি-

(১) ইবনে মাজাহ্ রেওয়ায়াত করেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاكَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ اَلاَمُبْتَلًى فَاُعَافِيْهِ اَلاَمُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلاَكَذَا اَلاَكَذَا حَتّٰى يَطْلَعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ -

অর্থ- হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত্রির (শবে বরাতের) আগমন হয়- তখন তোমরা ঐ রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কেননা, ঐ রাত্রে সূর্যাস্তের

www.sunnibarta.com

সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে আপন তাজাল্লী নাযিল করে ঘোষণা করতে থাকেন- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি ? আমি তাকে আরোগ্য দান করবো। কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিযিক দেবো। অমুক অমুখ প্রার্থী আছে কি? আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। এভাবে ফজর পর্য্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকেন" (ইবনে মাজাহ্)।

(২) বায়হাকী শরীফের রেওয়ায়াত-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاكَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مُنَادٍ يُّنَادِيْ هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهٗ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ فَلَا يَسْأَلُ اَحَدٌ اِلَّا اُعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا اَوْمُشْرِكًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ -

অর্থঃ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যরাত্রের (শবে-বরাত) আগমন ঘটে, তখন প্রথম আকাশে একজন ঘোষণাকারী ফিরিস্তা ঘোষণা করতে থাকে- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। কোন কিছুর প্রার্থী আছে কি? তার প্রার্থণা মোতাবেক দেয়া হবে। এমনিভাবে যে কেউ প্রার্থনা করবে, তাকেই দেয়া হবে- কিন্তু যিনাকারী ও মুশরিককে দেয়া হবেনা" (বায়হাকী শরীফ)।

উল্লেখ্য যে, ইবনে মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তার একখানা কিতাব এবং বায়হাকী শরীফও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং শবে-বরাতের উক্ত ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ বিন বায ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করে বলেছে- শবে-বরাত বলতে কিছুই নেই। কতবড় জাহেল হলে এমন কথা বলতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। মনে হয়- তারা ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তারা দাজজাল সমতূল্য। মানুষকে মিথ্যা ধোকা দেয়াই তাদের কাজ।

www.sunnibarta.com

দেলোয়ার হোসেন সাইদীর কথায় হাসি পায়। সে একবার বলে- "পবিত্র শবে বরাত", আবার বলে- "এতে কোন কল্যাণ নেই"। জিজ্ঞাসা করি- যাহা পবিত্র, তাতে তো কল্যাণ থাকারই কথা। তিনি একথা বল্‌ছেন কোন কিতাব দেখে? নাকি মনগড়া কিতাব? তিনি পুনরায় বেহায়ার মত বলছেন- "শবে-বরাতের কোন গুরুত্ব নেই", "শরীয়তে শবে-বরাতের কোন জায়গা নেই"। জিজ্ঞাসা করি- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন গুরুত্ব আছে এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শবে-বরাত। তাহলে সাঈদী কি নবী বিরোধী কথা বলেন নি? শরিয়তে যদি শবে বরাতের জায়গা না থাকে, তাহলে কি তার নিজ বাড়ীতে আছে? আসলে এরা কি বলতে কি বলে- তা নিজেরাও জানেনা। নজদী টাকার বিনিময়ে তাদের গান না গাইলে যে রিযিক বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এসব আবোল তাবোল বকাবকি!

এসব কথা মক্‌কা শরীফে দালাল মৌলভীদের মুখে শুনে এসেছি ১৯৮৫ ইং সনে শবে-বরাতের রাত্রিতে। আমি প্রতিবাদ করে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছি। এ পর্য্যায়ে তারা পরাজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেদিন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী উমরাকারীরা আমাকে কাধে নিয়ে খোদার ঘর তাওয়াফ করেছিলেন। আমার সাথে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সহ-সভাপতি মরহুম মাওলানা আবদুছ ছালাম সাহেব সহ আরো ১১জন প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এখন জোটের খুঁটীর জোরে নর্তন কুর্দন করছে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো- এক মাঘে শীত যায় না- আরও মাঘ আছে। তখন দেখা যাবে।